

আখিরাত আসক্তি

Tanvir Raj

2019-11-26 18:25:48 +0600 +0600

2 MIN READ

(সম্ভবত) আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাবেঈদের এক মজলিসে গেলেন। এই মজলিস তাবেঈদের। এই মজলিসে তাবেঈদেরকে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেন,

“তোমরা ইবাদত বন্দেগী সাহাবাদের তুলনায় বেশি কর কিন্তু সাহাবারা তোমাদের চেয়ে ভাল ছিল”।

মজলিসের মধ্যে উপস্থিত একজন উনাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, “হে আবু আব্দুর রহমান, যদি আমরা সাহাবাদের চেয়ে ইবাদত বেশি করি তাহলে সাহাবারা আমাদের চেয়ে ভাল কেন ছিল?”

উত্তরে উনি বললেন যে, “তঁারা তোমাদের চেয়ে বেশি যাহিদ ফিদ দুনিয়া আর রাগিব ফিল আখিরাত”।

দুনিয়ার ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে বেশি যাহিদ (অনীহা, অনাগ্রহ) আর আখিরাতের ব্যাপারে তোমাদের চেয়ে রাগিব (আসক্ত, আগ্রহী)। আমল কিন্তু অতবেশি ছিল না। আমল বেশি করলেই যে সে আখিরাতমুখী, তা কিন্তু নয়।

অনেক সময় দুনিয়ার জন্য আমল করে। মোকদ্দমায় ফেঁসে গেছে, সারারাত তাহাজ্জুদ পড়ছে। তাহাজ্জুদ পড়ছে কিন্তু আল্লাহকে পাওয়ার জন্য নয়, মোকদ্দমা জিতবার জন্য। তো দ্বীন না দুনিয়া ঐটার বিচার তো সে ‘কি করছে’ ঐটা দিয়ে নয়, বরং ‘কেন করছে’।

أَمَّنْهُوَ قَانِتُ أَنْاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون

أَمَّنْهُوَ قَانِتُ أَنْاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا

যে রাতের অংশ যাপন করে সিজদায়, দাঁড়িয়ে অর্থাৎ নামাযে মধ্যে, কিয়ামের মধ্যে

يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ

আখিরাতের প্রস্তুতি নেয় আর আল্লাহর রহমতের আশায়।

তো শুধু রাত যাপন করা, ফ্রিয়াম সিজদা করা ঐটা ইবাদত নয়, ঐটা দ্বীনদারিও নয়, ঐটা যদি আখিরাতের জন্য করে তবেই দ্বীনদারি হবে। ঐটা দুনিয়ার জন্যও করতে পারে, আর করেও। দুনিয়ার জন্য করার বিভিন্ন ধরন আছে। এক তো হল একেবারেই প্রতারক। দাঁড়িয়ে আছে, তাহাজ্জুদ দেখাচ্ছে অথচ ওয়ুও করেনি, ঐটা হল একেবারে ঠিকই প্রতারক। কাফির, মুশরিক হতে পারে।

আরেক আছে, ওয়ু ঠিকই করেছে, নামায পড়ছে নির্জন জায়গায়, কেউ দেখছে না। সে কি আল্লাহওয়ালা হয়ে গেল? না। সে নামায পড়ছে আর আল্লাহর কাছ থেকেই চায়, মোকদ্দমা যেন জিতে। জজকে দেখাচ্ছে না, উকিলকেও দেখাচ্ছে না, কেউ দেখছে না, নির্জন জায়গায় আল্লাহর সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু তার লক্ষ্য হলো দুনিয়া, মোকদ্দমা জিতা। এই ব্যক্তি একেবারে প্রচলিত অর্থে প্রতারক নয়, কিন্তু সে আল্লাহওয়ালাও নয়। যেহেতু তার লক্ষ্য দুনিয়া, যদিও আবিদ কিন্তু আল্লাহওয়ালা নয়

মাজলিসে মুশফিক রহ: